# বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

# অডিট রিপোর্ট

## প্রথম খন্ড

## বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ এবং শিল্প মন্ত্রণালয়
## (২৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান)

## অর্থ বছর ঃ ২০০৭-২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

# বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

# অডিট রিপোর্ট

## বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ এবং শিল্প মন্ত্রণালয়

## (২৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান)

## অর্থ বছর ঃ ২০০৭-২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

# ঃ সূচীপত্র ঃ


| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ১ | বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন | ক |
| ২ | মহাপরিচালক এর বক্তব্য | খ |
| ৩ | প্রথম অধ্যায় | ১ |
| ৪ | অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ | ২ |
| ৫ | অডিট বিষয়ক তথ্য | ৩-৪ |
| ৬ | দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদ সমূহ) | ৫ |
| ৭ | বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় | ৬ |
| ৮ | অনুঃ ১ ঃ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রাপ্যতা বহির্ভূত ভাতাদি প্রদান করায় ক্ষতি | ৭-৮ |
| ৯ | অনুঃ ২ঃ গোদনাইল ডিপো থেকে কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপোতে জেট এ-১ ফুয়েল সরবরাহকালে অস্বাভাবিক ঘাটতি হওয়ায় সরকারের ক্ষতি | ৯ |
| ১০ | অনুঃ ৩ ঃ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক বিনা টেন্ডারে বেশী হারে ভাড়া নির্ধারণ করা ট্যাংকারে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড কর্তৃক পণ্য পরিবহন করায় ক্ষতি | ১০-১১ |
| ১১ | অনুঃ ৪ঃ চট্টগ্রাম হতে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বাঘাবাড়ী ডিপোতে সরাসরি পরিবহন না করে ভায়া গোদনাইল পরিবহন করায় একবারের স্থলে দু'বার পরিবহন ঘাটতি ও অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি | ১২-১৩ |
| ১২ | অনুঃ ৫ঃ অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত উৎসাহ বোনাস স্কীম (নীতিমালা) লংঘন করে উৎসাহ বোনাস পরিশোধ করায় ক্ষতি | ১৪-১৫ |
| ১৩ | অনুঃ ৬ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে বিপিসি এর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক কার স্কীম প্রকল্প অনুমোদন এবং কার স্কীমের সুবিধা গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণকে ২০০৭-০৮ সালে বিভিন্ন ভাতাদি প্রতিষ্ঠান থেকে পরিশোধজনিত ক্ষতি | ১৬-১৭ |
| ১৪ | অনুঃ ৭ঃ আমদানিকৃত তেলজাত পণ্য মাদার ভ্যাসেল থেকে লাইটারেজ জাহাজের মাধ্যমে মূল ট্যাংকে (Shore Tank) পরিবহনকালে ঘাটতি হওয়ায় ক্ষতি | ১৮ |
| ১৫ | অনুঃ ৮ঃ গ্রাহকের গ্যাস কারচুপির কারণে মিটার অপসারণ করা সত্ত্বেও গ্যাস সংযোগ অবিচ্ছিন্ন রেখে নতুন মিটার প্রদান এবং মিটার বিনষ্টের প্রতিবেদন দাখিল বিলম্বিত করে অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ায় ক্ষতি | ১৯ |
| ১৬ | অনুঃ ৯ঃ কর্মচারীগণের প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাস্টের ও কল্যাণ তহবিলের অর্থ সাধারণ হিসাবে স্থানান্তর পূর্বক বিধি বহির্ভূতভাবে অন্য খাতে ব্যয় প্রদর্শনের মাধ্যমে তছরূপ ও আত্মসাৎ করায় ক্ষতি | ২০ |
| ১৭ | অনুঃ ১০ঃ মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এর নিজস্ব ট্যাংকার এমভি রাজহংশীতে সীমাতিরিক্ত পরিবহন ঘাটতি আদায় না করায় ক্ষতি | ২১ |
| ১৮ | অনুঃ ১১ঃ প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্তৃক বিভিন্ন অনিয়ম ও ভুয়া বিল ভাউচারের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি | ২২ |
| ১৯ | অনুঃ ১২ঃ বিভিন্ন ডিপোতে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মাত্রাতিরিক্ত অপারেশন ও কনভারশন লসের কারণে ঘাটতিজনিত ক্ষতি | ২৩ |
| ২০ | অনুঃ ১৩ঃ চট্টগ্রাম হতে চাঁদপুর ডিপোতে শ্যালো ড্রাফ্‌ট ট্যাংকারের মাধ্যমে বেশী ভাড়ায় তেল পরিবহন করায় ক্ষতি | ২৪-২৫ |

| | | |
|---|---|---|
| ২১ | শিল্প মন্ত্রণালয় | ২৬ |
| ২২ | অনুঃ ১৪ঃ নীতিমালা বহির্ভূতভাবে উৎসাহ বোনাস পরিশোধ করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি | ২৭-২৮ |
| ২৩ | অনুঃ ১৫ঃ পূর্বাপেক্ষা কম দর পাওয়ার পরও ক্রয়াদেশ না দিয়ে পুনঃ দরপত্র আহবান এবং অধিক দরে একই সরবরাহকারীর কাছ থেকে রক ফসফেট ক্রয় করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি | ২৯ |
| ২৪ | অনুঃ ১৬ঃ মেরামত অযোগ্য ও ধ্বংস হয়ে যাওয়া ইউরিয়া প্লান্টের জন্য নিক্কা পিলেটস ক্রয় করায় আর্থিক ক্ষতি | ৩০ |
| ২৫ | অনুঃ ১৭ঃ পিপিআর-০৩ লংঘন করে টেন্ডার ব্যতীত বাজার দর অপেক্ষা বেশী দরে ডব্লিউপিপি ব্যাগ ক্রয় করাতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি | ৩১ |
| ২৬ | অনুঃ ১৮ঃ সার গুদামজাতকরণের জন্য স্থান সংকুলানের ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে বরিশাল বাফার গুদামে ইউরিয়া সার প্রেরণ করায় পরিবহন ব্যয় বাবদ ক্ষতি | ৩২ |
| ২৭ | মহাপরিচালকের স্বাক্ষর | ৩২ |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফ্যাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

..........................বঃ
তারিখঃ ______________________
.........................খ্রিঃ

**আহমেদ আতাউল হাকিম**
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল অব্
বাংলাদেশ।

# মহাপরিচালকের বক্তব্য

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ২৫টি প্রতিষ্ঠানের ২০০৩-০৪ হতে ২০০৭-০৮ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃংখলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ.............................খ্রিঃ, ঢাকা।

**এ কে এম জসীম উদ্দিন**
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

# প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

# অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

| অনুচ্ছেদ নম্বর | আপত্তির শিরোনাম | জড়িত টাকা |
|---|---|---|
| | **বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ** | |
| ১ | কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রাপ্যতা বহির্ভূত ভাতাদি প্রদান করায় ক্ষতি | ৫১,০৪,৬৮,৯৪২/- |
| ২ | গোদনাইল ডিপো থেকে কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপোতে জেট এ-১ ফুয়েল সরবরাহকালে অস্বাভাবিক ঘাটতি হওয়ায় সরকারের ক্ষতি | ১৩,৪০,২৭,৪৯১/- |
| ৩ | বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক বিনা টেন্ডারে বেশী হারে ভাড়া নির্ধারণ করা ট্যাংকারে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড কর্তৃক পণ্য পরিবহন করায় ক্ষতি | ৬,৫২,৮৬,০২৮/- |
| ৪ | চট্টগ্রাম হতে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বাঘাবাড়ী ডিপোতে সরাসরি পরিবহন না করে ভায়া গোদনাইল পরিবহন করায় একবারের স্থলে দু'বার পরিবহন ঘাটতি ও অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি | ১,৯৪,২৭,৭৯৫/- |
| ৫ | অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত উৎসাহ বোনাস স্কীম (নীতিমালা) লংঘন করে উৎসাহ বোনাস পরিশোধ করায় ক্ষতি | ১,৪৪,১৪,৪৮৫/- |
| ৬ | অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে বিপিসি এর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক কার স্কীম প্রকল্প অনুমোদন এবং কার স্কীমের সুবিধা গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণকে ২০০৭-০৮ সালে বিভিন্ন ভাতাদি প্রতিষ্ঠান থেকে পরিশোধজনিত ক্ষতি | ৮০,২৫,৯১৪/- |
| ৭ | আমদানিকৃত তেলজাত পণ্য মাদার ভ্যাসেল থেকে লাইটারেজ জাহাজের মাধ্যমে মূল ট্যাংকে (Shore Tank) পরিবহনকালে ঘাটতি হওয়ায় ক্ষতি | ৪৭,৪৮,৬৯৭/- |
| ৮ | গ্রাহকের গ্যাস কারচুপির কারণে মিটার অপসারণ করা সত্ত্বেও গ্যাস সংযোগ অবিচ্ছিন্ন রেখে নতুন মিটার প্রদান এবং মিটার বিনষ্টের প্রতিবেদন দাখিল বিলম্বিত করে অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ায় ক্ষতি | ৪২,৫৩,৩১৯/- |
| ৯ | কর্মচারীগণের প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাস্টের ও কল্যাণ তহবিলের অর্থ সাধারণ হিসাবে স্থানান্তর পূর্বক বিধি বহির্ভূতভাবে অন্য খাতে ব্যয় প্রদর্শনের মাধ্যমে তছরূপ ও আত্নসাৎ করায় ক্ষতি | ৩২,৬০,৯১০/- |
| ১০ | মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এর নিজস্ব ট্যাংকার এমভি রাজহংশীতে সীমাতিরিক্ত পরিবহন ঘাটতি আদায় না করায় ক্ষতি | ২১,৮৮,১৮৫/- |
| ১১ | প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্তৃক বিভিন্ন অনিয়ম ও ভুয়া বিল ভাউচারের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলনপূর্বক আত্নসাৎ করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি | ১৮,৫৯,৬৮০/- |
| ১২ | বিভিন্ন ডিপোতে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মাত্রাতিরিক্ত অপারেশন ও কনভারশন লসের কারণে ঘাটতিজনিত ক্ষতি | ২৬,৭২,৯৮৫/- |
| ১৩ | চট্টগ্রাম হতে চাঁদপুর ডিপোতে শ্যালো ড্রাফ্ট ট্যাংকারের মাধ্যমে বেশী ভাড়ায় তেল পরিবহন করায় ক্ষতি | ১৫,৩১,৯১৮/- |
| | **শিল্প মন্ত্রণালয়** | |
| ১৪ | নীতিমালা বহির্ভূতভাবে উৎসাহ বোনাস পরিশোধ করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি | ৪,৩৩,৬২,৯৩৩/- |
| ১৫ | পূর্বাপেক্ষা কম দর পাওয়ার পরও ক্রয়াদেশ না দিয়ে পুনঃ দরপত্র আহবান এবং অধিক দরে একই সরবরাহকারীর কাছ থেকে রক ফসফেট ক্রয় করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি | ৩,৯৫,৬৩,২০৫/- |
| ১৬ | মেরামত অযোগ্য ও ধ্বংস হয়ে যাওয়া ইউরিয়া প্লান্টের জন্য নিক্কা পিলেটস ক্রয় করায় আর্থিক ক্ষতি | ৫৫,৮৬,৩৯৭/- |
| ১৭ | পিপিআর-০৩ লংঘন করে টেন্ডার ব্যতীত বাজার দর অপেক্ষা বেশী দরে ডব্লিউপিপি ব্যাগ ক্রয় করাতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি | ৩৯,৩৪,৭০০/- |
| ১৮ | সার গুদামজাতকরণের জন্য স্থান সংকুলানের ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে বরিশাল বাফার গুদামে ইউরিয়া সার প্রেরণ করায় পরিবহন ব্যয় বাবদ ক্ষতি | ৮,১৭,০৩০/- |
| | সর্বমোট | ৮৬,৫৪,৩০,৬৫৪/- |

# অডিট বিষয়ক তথ্য

**নিরীক্ষা বছর ঃ**

- ২০০৫-০৬ হতে ২০০৭-০৮

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ**

- মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম কার্যালয় এবং তার অধীনস্থ  ডিপোসমূহ।

**নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ**

- কমপ্লায়েন্স অডিট

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও নিরীক্ষার সময়কাল ঃ**

| ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | সময়কাল |
|---|---|---|
| ১ | যমুনা অয়েল কোম্পানী লিঃ, ঝালকাঠি | ১৯/০৩/২০০৯ খ্রিঃ  হতে ৩১/০৩/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত |
| ২ | পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ, যশোর | ১৯/০৩/২০০৯ খ্রিঃ হতে ৩১/০৩/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত |
| ৩ | যমুনা অয়েল কোং লিঃ, খুলনা | ১৭/০৩/২০০৯ খ্রিঃ হতে ৩১/০৩/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত |
| ৪ | পদ্মা অয়েল কোং লিঃ, ঝালকাঠি | ১৯/০৩/২০০৯ খ্রিঃ হতে ৩১/০৩/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত |
| ৫ | বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেম লিঃ, কুমিল্লা | ১৮/০১/২০০৯ খ্রিঃ হতে ৩১/০৩/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত |
| ৬ | পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ, নলকা, সিরাজগঞ্জ | ০৮/০৬/২০০৯ খ্রিঃ হতে ০৫/০৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত |
| ৭ | বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড কোঃ লিঃ, বি-বাড়িয়া | ১৯/০৪/২০০৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত |
| ৮ | বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম | ১৮/০১/২০০৯ খ্রিঃ হতে ৩১/০৩/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত |
| ৯ | গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড, ইস্কাটন, ঢাকা। | ১৮/০১/২০০৯ খ্রিঃ হতে ০৫/০৩/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত |
| ১০ | রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিঃ, খিলক্ষেত, ঢাকা। | ১৮/০১/২০০৯ খ্রিঃ হতে ১৯/০২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত |
| ১১ | সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ, চিকনাগুল, সিলেট। | ১৮/০১/২০০৮ খ্রিঃ হতে ১৯/০৩/২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত |
| ১২ | জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিষ্টেম লিঃ, সিলেট। | ১৮/০১/২০০৮ খ্রিঃ হতে ১৯/০৩/২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত |
| ১৩ | ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিঃ, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম। | ১৮/০১/২০০৯ খ্রিঃ হতে ৩১/০৩/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত |
| ১৪ | তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লিঃ ঢাকা | ০২/০৩/২০৮ খ্রিঃ হতে ০৩/০৯/০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত এবং ১৮/০১/২০০৯ খ্রিঃ হতে ০৮/০৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত |
| ১৫ | জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প, জয়পুরহাট। | ৩০/০৩/২০০৯ খ্রিঃ হতে ০৭/০৪/০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত |
| ১৬ | এলপি গ্যাস ও কৈলাসটিলা প্লান্ট, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম। | ১৭/০৯/২০০৮ খ্রিঃ হতে ৩০/০৯/২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত |
| ১৭ | বড় পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোং লিঃ, দিনাজপুর | ০৫/০৫/২০০৯ খ্রিঃ হতে ০১/০৬/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত |
| ১৮ | ইস্টার্ণ লুব্রিকেন্ট ব্লেন্ডার্স লিঃ, চট্টগ্রাম। | ১৯/০৮/২০০৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৯/২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত |
| ১৯ | জিয়া ফার্টিলাইজার কোম্পানী  লিঃ, আশুগঞ্জ বি-বাড়িয়া। | ১৯/০৪/২০০৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত |
| ২০ | টি এস পি কমপ্লেক্স লিঃ, পতেঙ্গা,চট্টগ্রাম। | ১৩/০৭/২০০৮ খ্রিঃ হতে ০৪/০৯/২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত |
| ২১ | ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট। | ১৩/১১/২০০৮ খ্রিঃ হতে ৩১/১২/২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত |
| ২২ | ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ,ঘোড়াশাল। | ১৪/১১/২০০৮ খ্রিঃ হতে ৩১/১২/২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত |
| ২৩ | যমুনা ফার্টিলাইজার কোং, লিঃ, তারাকান্দি, জামালপুর। | ০৮/১১/২০০৮ খ্রিঃ হতে ৩০/১২/২০০৮ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত |
| ২৪ | ইষ্টার্ন টিউবস্ লিঃ, তেজগাঁ, ঢাকা। | ০১/০৩/২০০৯ খ্রিঃ হতে ১৬/৩/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত |
| ২৫ | মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ,চট্টগ্রাম | ০৮/০২/২০০৯ খ্রিঃ হতে ০২/০৯/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত |

## নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- বিপিসি আমদানীকৃত তেল ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য কোম্পানী ট্যাংকে গ্রহনকালে কোন ঘাটতি আছে কিনা তা বিল অব লেডিং এবং ট্যাংকের মজুদ রেজিষ্টার যাচাইয়ের মাধামে নিরূপন করা ।
- বিভিন্ন ডিপোতে তাপমাত্রা জনিত ঘাটতি আছে কিনা তা ডিপোর মাসিক বাল্ক ষ্টক ষ্টেটমেন্ট যাচাই করা।
- পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য ঘাটতি হয়েছে কিনা তা চালান ও গ্রহণ রেজিষ্টার যাচাই এর মাধ্যমে নিরূপন করা ।
- পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের পরিবহন ঘাটতির টাকা আমদানী মুল্যে পরিবহন ঠিকাদার হতে আদায় করা হয়েছে কিনা তা ট্যাংকার ভাড়ার বিল এবং বিল এন্ড এন্টি যাচাই এর মাধ্যমে নিরূপন করা ।
- বরাদ্দকৃত বাজেটের বিপরীতে খাত ভিত্তিক খরচ যথাযথভাবে করা হয়েছে কিনা তা বিল, ভাউচার নিরীক্ষার মাধ্যমে নিরূপন করা

## ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ।

## অনিয়ম ও ক্ষতির কারণ সমূহ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান এবং সরকার ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত আদেশ/নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা প্রতিপালন না করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

## অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান এবং সরকার ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত আদেশ/নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা ইত্যাদি যথাযথভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

# বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

**অনুচ্ছেদ-০১।**
**শিরোনাম ঃ  কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রাপ্যতা বহির্ভূত ভাতাদি প্রদান করায় ক্ষতি ৫১,০৪,৬৮,৯৪২/- টাকা।**

**বিবরণ ঃ**

ইষ্টার্ণ রিফাইনারী লিঃ, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিঃ, সল্টগোলা, চট্টগ্রাম, জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প, জয়পুরহাট,মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ, চট্টগ্রাম, যমুনা অয়েল কোং লিঃ, পদ্মা অয়েল কোং লিঃ, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড লিঃ, বি-বাড়ীয়া, সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ, সিলেট, গ্যাস ট্রান্সমিশন কোং লিঃ, ঢাকা, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ, সিলেট, এলপি গ্যাস ও কৈলাশটিলা প্লান্ট, চট্টগ্রাম, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ, সিরাজগঞ্জ বড় পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোং লিঃ, দিনাজপুর, বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেম লিঃ, কুমিল্লা, রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোং লিঃ, ঢাকা, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ, ঢাকা , ইস্টার্ণ লুব্রিক্যান্ট বেল্ডার্স লিঃ, চট্টগ্রাম এর বিভিন্ন সময়ের হিসাব নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত, সরকার ঘোষিত বেতন স্কেল অনুযায়ী বেতন ভাতা গ্রহণকারী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে উল্লিখিত অর্থ বছরে বেতন স্কেল তথা প্রাপ্যতা বহির্ভূত বিভিন্ন ভাতাদি/‘প্রান্তিক সুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এ সকল ভাতাদি/আর্থিক সুবিধাদি প্রদানে প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণ করা হয়নি।
- প্রদত্ত ভাতাদি যেমন- কার স্কীমের আওতায় প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের এলপিআর পিরিয়ডে গাড়ী ভাতা, বিশেষ ইনক্রিমেন্ট যোগ করে  অবসর সুবিধা প্রদান, প্রাপ্যতা অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে গ্রাচ্যুয়িটি প্রদান, কর্মকর্তাগণের বাসায় কোম্পানীর খরচে এসি, ফ্রিজ, ওয়াটার হিটার ইত্যাদি সরবরাহ, প্রাপ্যতা বহির্ভূত ও প্রাপ্যতার অন্তর্ভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রাপ্য হার ও মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত হার ও মূল্যে জুতা/জুতার মূল্য প্রদান, কর্মকর্তাগণকে ধোলাই ভাতা ও পোষাক পরিচ্ছদ বাবদ নগদ অর্থ প্রদান, ফুয়েল ভাতা, ইউটিলিটি ভাতা, ডিপো ভাতা, প্রাপ্যতা বহির্ভূত যাতায়াত ভাতা, শিক্ষা ভাতা, অতিরিক্ত হারে বোনাস, বাড়ী ভাড়া ভাতা, মধ্যহ্নভোজ (লাঞ্চ সাবসিডি) ভাতা, এক্সগ্রোসিয়া ভাতা, ছুটি ভোগ সহায়তা ভাতা, হার্ডশীপ ভাতা, কোম্পানীর অর্থে আসবাবপত্র সরবরাহ, গ্যাস/জ্বালানী ভাতা, কর্মকর্তাগণকে বাংলো রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা, চিকিৎসা ব্যয়ের নামে বিধি বহির্ভূত আর্থিক সুবিধা, খনি ভাতা, শ্রান্তি বিনোদনের জন্য বিমান টিকেটের মূল্য প্রদান ইত্যাদি বাবদ ৪৯,৬৪,৪৮,৭৩১ টাকা ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ‘‘ক” পৃষ্ঠা ১-১১৩ তে দেখানো হলো)।
- অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত বেতন স্কেলের আওতায় বেতন গ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে বেতন স্কেলে উল্লেখ নেই এমন কোন আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে হলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন নেয়ার বিধান থাকলেও এ সকল ভাতাদি/আর্থিক সুবিধাদি প্রদানে পূর্বানুমোদন নেয়া হয়নি।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ**

- ইস্টার্ণ লুব্রিকেন্ট বেল্ডার্স লিঃ জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠান নয়। তাই জ্বালানী মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর নির্দেশ মোতাবেক এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে জাতীয় বেতন স্কেল বহির্ভূত ভাতা ও প্রান্তিক সুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে;

- কোম্পানী আইন-১৯৯৪ এর ধারা ৩ ও ৪ এর আলোকে কোম্পানী পরিচালনা পর্ষদ পূর্ণ প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতার অধিকারী। তাই পর্ষদ কর্তৃক আর্থিক সুবিধা প্রদানের বিষয়টি অনিয়মিত পরিশোধ হিসাবে গণ্য করা যায় না।
- কোম্পানী বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত, ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ এর ধারা ২৬(৩) এবং ২০০৬ সালের শ্রম আইনের ২১০ ধারা মোতাবেক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও সিবিএ এর মধ্যে দুই বছর অন্তর অন্তর সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক জাতীয় বেতন স্কেল বহির্ভূত আর্থিক সুবিধাদি প্রদান ও বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- খনির কাজ অত্যন্ত জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে খনি ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

**নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ**

- প্রতিষ্ঠান সমূহের জবাব প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণকৃত না হলেও এবং কোম্পানী আইনে পরিচালিত হলেও এগুলো সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। তাই এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে কোন বিশেষ সুবিধাদি প্রদান করতে হলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন নেয়া প্রয়োজন। তাছাড়া ৫ম জাতীয় সংসদের পিএ কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত পে-কমিশন/মজুরী বোর্ডের সুপারিশ বহির্ভূত কোন আর্থিক সুবিধা প্রদানের সুযোগ নেই এবং জাতীয় বেতন স্কেলের বাইরে যে কোন আর্থিক সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন থাকা প্রয়োজন।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় তাগিদপত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হলে শুধুমাত্র ০৪ (চার)টি প্রতিষ্ঠানের জবাব পাওয়া যায়। জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ**

- আপত্তিকৃত অর্থ (ভাতা ও আর্থিক সুবিধা) গ্রহণকারী ব্যক্তিগণের নিকট হতে আদায় এবং প্রাপ্যতা বহির্ভূত ভাতাদির ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন গ্রহণ অথবা ভাতাদি প্রদান বন্ধ করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ-০২।**

**শিরোনাম ঃ গোদনাইল ডিপো থেকে কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপোতে জেট এ-১ ফুয়েল সরবরাহকালে অস্বাভাবিক ঘাটতি হওয়ায় সরকারের ক্ষতি ১৩,৪০,২৭,৪৯১/- টাকা।**

**বিবরণ ঃ**

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) চট্টগ্রাম এর ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ১৮-১-০৯ খ্রিঃ হতে ৩১-৩-০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে মাসিক সভার কার্যবিবরণী, জেট-এ-১ ফুয়েল পরিবহন সংক্রান্ত নথি, পরিবহন ঘাটতি সংক্রান্ত নথি ইত্যাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- নারায়ণগঞ্জস্থ গোদনাইল ডিপো থেকে কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপোতে জেট -এ-১ ফুয়েল পরিবহনকালে অতিরিক্ত/অস্বাভাবিক পরিবহন ঘাটতি হওয়ায় জানুয়ারী,০৫ হতে আগষ্ট,০৬ পর্যন্ত সময়কালে উল্লিখিত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট “খ” পৃষ্ঠা ১১৪ এ দেখানো হলো)।
- ট্যাংক লরী যোগে ডিলার পয়েন্টে জ্বালানী সরবরাহের ক্ষেত্রে অনুমোদিত পরিবহন ঘাটতি সীমা ০.২%। তবে আন্তঃ ডিপো সরবরাহে অর্থাৎ এক ডিপো থেকে অন্য ডিপোতে সরবরাহের ক্ষেত্রে ঘাটতির কোন অনুমোদিত সীমা নেই।
- বিপিসি'র ১২-৩-২০০৬ খ্রিঃ তারিখের ০৪.৫১ (অংশ-২)/৬৫ সংখ্যক স্মারক থেকে দেখা যায় ২০০২-০৩ হতে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনা হতে গোদনাইল ডিপোতে প্রেরিত জেট-এ-১ ফুয়েল এর ট্রানজিট লসের গড় হার ০.২৫%। অথচ গোদানাইল ডিপো থেকে কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপোতে ঐ সময়ে প্রেরিত জেট -এ-১ ফুয়েল এর পরিবহন ঘাটতির গড় হার ০.৮৬% এবং আপত্তিকালীন সময়ে ০.৫৩% হতে ০.৮২% পর্যন্ত।
- বাস্তবে গোদানাইল থেকে কুর্মিটোলার দূরত্ব গোদানাইল থেকে চট্টগ্রামের দূরত্বের অনেক কম (এক দশমাংশের কম) হওয়া সত্ত্বেও ট্রানজিট লস গোদনাইল থেকে চট্টগ্রামের চেয়ে অনেক বেশী (প্রায় তিনগুণ)।
- অতিরিক্ত পরিবহন ঘাটতি/ট্রানজিট লস এর বিষয়টি তদন্তের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গোদনাইল ডিপো থেকে কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপোতে জেট-এ-১ ফুয়েল সরবরাহকালে পরিলক্ষিত ঘাটতি সারা দেশের অন্য কোন ডিপো ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ঘটেনি।
- তদন্ত হতে আরো জানা যায় যে, গোদনাইল ডিপোতে ডিপো কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতসারেই অতিরিক্ত তেল লোড করা হয়েছে। কুর্মিটোলা ডিপোতে তেল আনলোড করার সময় লরীর সীল ভাংগা অবস্থায় পেলেও শ্রমিকদেরকে মৌখিকভাবে সতর্ক করে ঘাটতি তেল গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে কিছু জানানো হয়নি।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ**

- আপত্তি রেকর্ড পত্রের সাথে যাচাই বাছাই প্রয়োজন বিধায় জবাব দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। স্বল্পতম সময়ে জবাব প্রদান করা হবে।

**নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ**

- স্বল্পতম সময়ের মধ্যে জবাব দেওয়ার কথা থাকলেও কোন জবাব দেওয়া হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ১৫-৭-০৯ খ্রি তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ**

- অনিয়মের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বিস্তারিত তদন্তপূর্বক দায়িত্ব নির্ধারণ ও দায়ী ব্যক্তিদের নিকট থেকে আদায় এবং ভবিষ্যতে অনিয়ম রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ-০৩।**

**শিরোনাম ঃ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক বিনা টেন্ডারে বেশী হারে ভাড়া নির্ধারণ করা ট্যাংকারে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড কর্তৃক পণ্য পরিবহন করায় ক্ষতি ৬,৫২,৮৬,০২৮/- টাকা।**

**বিবরণ ঃ**

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর ২০০৫-০৬ হতে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ০৮-০২-২০০৯ খ্রিঃ হতে ০২-০৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ডিলার/এজেন্টদের নিকট বিক্রয়ের প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক টেন্ডার আহবান ব্যতীত পার্টির সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে বেশী ভাড়ায় নির্ধারণ করে দেওয়া কোস্টাল ট্যাংকারের মাধ্যেমে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড কর্তৃক তেল পরিবহন করায় ৬,৫২,৮৫,০৭৬ টাকা ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ''গ'' পৃষ্ঠা- ১১৫-১২১ এ দেখানো হলো)।
- বিভিন্ন তেল বিপণন কোম্পানীর তেল পরিবহনের জন্য বিপিসি কর্তৃক ট্যাংকার মালিকদের সাথে আলোচনাপূর্বক ভাড়া নির্ধারণ করা হয়। কোম্পানীগুলো বিপিসি নির্ধারিত ভাড়ায় পার্টির সাথে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক পণ্য পরিবহন করে থাকে।
- মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এ পরিবহন বহরের ট্যাংকারের মধ্যে ১৬টি ট্যাংকারের ভাড়া ১৯৮৬ সালে বিপিসি কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়েছিল। মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড কর্তৃক ২(দুই) বছর অন্তর অন্তর বিনা টেন্ডারে উক্ত ভাড়া বৃদ্ধি করে চুক্তি নবায়ন করা হয়। তাছাড়া কোন কারণে দেশে পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধি পেলেও চুক্তি সংশোধন করা হয়। এভাবে চুক্তি সংশোধন / নবায়ন করে ১৯৮৬ সালে সম্পাদিত চুক্তি বিনা টেন্ডারে ৩০/৬/২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।
- বিপিসি'র অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সভায় ০৬/০৪/১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এর পরিবহন বহরে ১৬টি কোষ্টাল ট্যাংকারের অতিরিক্তি ট্যাংকারের প্রয়োজন হলে প্রেস টেন্ডার (পত্রিকায় বিজ্ঞাপণ) আহ্বানের মাধ্যমে ট্যাংকার ভাড়া করা যাবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ০৪/০৫/১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখে প্রেস টেন্ডার আহ্বানের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন দরদাতা এমটি আমেনার মালিক মেসার্স এবাদি পেট্রোঃ ক্যারিয়ার এর সাথে প্রতি মেঃ টন প্রতি নটিক্যাল মাইল ০.৯৩ টাকা দরে ১৫/৬/৯৫ খ্রিঃ হতে ১৪/৬/৯৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৩(তিন) বছর মেয়াদী চুক্তি সম্পাদন করা হয় যা ৩০/০৬/২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। উক্ত পার্টির সাথে ২০০৫ হতে ২০০৮ পর্যন্ত ০৪ (চার) বছরে ভাড়ার হার ছিল প্রতি মেঃ টন প্রতি নটিক্যাল মাইল যথাক্রমে ১.৮৪ টাকা, ১.৯২ টাকা, ২.০০ টাকা এবং ২.২৫ টাকা।
- একই সময়ে অর্থাৎ ২০০৫ হতে ২০০৮ পর্যন্ত সময়ে বিপিসি কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ায় মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ এর অন্যান্য ১৬টি ট্যাংকারের (যে সকল ট্যাংকারের ভাড়া সমঝোতার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছিল) ভাড়ার হার ছিল প্রতি মেঃ টন প্রতি নটিক্যাল মাইল যথাক্রমে ২.০৭ টাকা, ২.১৫ টাকা, ২.২৩ টাকা এবং ২.৪৮ টাকা । অর্থাৎ দরপত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভাড়ার চাইতে সমঝোতার মাধ্যমে নির্ধারিত ভাড়া প্রতি মেঃ টন/নটিক্যাল মাইলে ০.২৩ টাকা বেশী ছিল।

- এভাবে অতিরিক্ত ভাড়া পরিশোধের মাধ্যমে জুলাই/০৫ হতে মার্চ/০৮ পর্যন্ত বিভিন্ন ডিপোতে মোট ১৩,৬৪,২৫৭ মেঃ টন জ্বালানী তেল পরিবহন করার ফলে ৬,৫২,৮৬,০২৮ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ**

- বর্তমানে কোম্পানীর তেল পরিবহন বহরে ২৩ টি কোষ্টাল ট্যাকার ও ১১ টি শ্যালো ড্রাফট ট্যাকারে ডিপোর চাহিদা মোতাবেক তেল পরিবহন করা সম্ভব হচ্ছে বিধায় নতুন কোন ট্যাংকার কোম্পানী বহরে নিয়োজিত করা হয়নি।

**নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ**

- জবাব আপত্তির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। কারণ আপত্তিতে নতুন ট্যাংকার নিয়োজিত করার ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। পরিবহন বহরে থাকা ১৬ টি কোষ্টাল ট্যাংকারের ভাড়া বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশরেন কর্তৃক বিনা টেন্ডারে সমঝোতার ভিত্তিতে নির্ধারণ করে দেয়া ভাড়ায় কোম্পানী কর্তৃক চুক্তি সম্পাদন করা এবং সময় সময় ভাড়াবৃদ্ধি করে চুক্তি নবায়ণ করার ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। অনুচ্ছেদটি অগ্রিম হিসেবে ০৮/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখের সচিব বরাবর জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২০/১২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেওয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৮/০১/২০১০ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৫/২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্রের জবাব পাওয়া  যায়। জবাব গ্রহণ যোগ্য না হওয়ায় কারণ উল্লেখপূর্বক ১৫/০৩/২০১০ খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর প্রেরণ করা হয়।

**নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ**

- আপত্তির আলোকে ১৫/৬/৯৫ হতে ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করে ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা এবং পিপিআর-২০০৮ মোতাবেক সকল ট্যাংকার দরপত্রের মাধ্যমে ভাড়া করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৪।

**শিরোনাম ঃ চট্টগ্রাম হতে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বাঘাবাড়ী ডিপোতে সরাসরি পরিবহন না করে ভায়া গোদনাইল পরিবহন করে একবারের স্থলে দু'বার পরিবহন ঘাটতি ও অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি ১,৯৪,২৭,৭৯৫/- টাকা।**

**বিবরণ ঃ**

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর ২০০৫-০৬ হতে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ০৮-০২-২০০৯ খ্রিঃ হতে ০২-০৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে Transhipment Cost Statement, Calibration Chart ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- চট্টগ্রাম হতে বাঘাবাড়ীতে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সরাসরি পরিবহন না করে চট্টগ্রাম হতে প্রথমে গোদনাইলে পরে গোদনাইল হতে বাঘাবাড়ীতে পরিবহন করায় অনুমোদিত পরিবহন ঘাটতি একবারের স্থলে দু'বার প্রদান করায় এবং অতিরিক্ত পরিবহন ভাড়া পরিশোধ করায় ১,৯৪,২৭,৭৯৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ কর্তৃক শ্যালো ড্রাফট ট্যাংকার এমটি আছর এর মালিকের সাথে ১৬-১০-২০০৪ খ্রিঃ হতে ১৫-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত, এমটি ইষ্টার্ণ গে[illegible]ারী এর মালিকের সাথে ২০-০৯-২০০৬ খ্রিঃ হতে ১৯-০৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত এবং এমটি ক্যানু এর মালিকের সাথে ২৫-০৮-২০০৫ খ্রিঃ হতে ২৪-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৩ বছর মেয়াদী পণ্য পরিবহন চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। চুক্তিপত্রের ৩(২) নং শর্তে উল্লেখ ছিল ট্যাংকার ৩টি প্রতিমাসে চট্টগ্রাম হতে সরাসরি বাঘাবাড়ী ডিপোতে মাসে একাধিক ট্রিপে পেট্রোলিয়াম জাত পণ্য পরিবহন করবে।
- উক্ত শর্ত লংঘন করে এমটি ক্যানু কে দিয়ে জুলাই/০৬ হতে জানুয়ারি/০৮ পর্যন্ত সময়ে ১১টি ট্রিপে চট্রগ্রাম হতে সরাসরি বাঘাবাড়িতে তেল পরিবহন না করে ভায়া গোদনাইল পরিবহন করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত অন্য ৯টি জাহাজের মাধ্যমেও চট্টগ্রাম হতে বাঘাবাড়ীতে সরাসরি পরিবহন না করে ভায়া গোদনাইল পরিবহন করা হয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং জ্বালানী (অপাঃ-১)/বিপিসি/২৯/২০০৩/অংশ-২/২৮৩ তাং-০৪/-০৯-২০০৫ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ৭(ক) মোতাবেক অনুমোদিত পরিবহন ঘাটতি ২য় বার প্রদান করায় ১,০১,২২,৩০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঘ/১" পৃষ্ঠা- ১২২-১৩২ এ দেখানো হলো)।
- সরাসরি চট্টগ্রাম হতে বাঘাবাড়ীর দূরত্ব ২২৪ নটিক্যাল মাইল। চট্টগ্রাম হতে গোদনাইলের দূরত্ব ১৮১ নটিক্যাল মাইল এবং গোদনাইল হতে বাঘাবাড়ীর দূরত্ব ১১৯ নটিক্যাল মাইল । অর্থাৎ চট্টগ্রাম ভায়া গোদনাইল বাঘাবাড়ীর দূরত্ব (১৮১+১১৯) ৩০০ নটিক্যাল মাইল যা সরাসরি দূরত্ব ২২৪ নটিক্যাল মাইল হতে ৭৬ নটিক্যাল মাইল বেশী। ফলে জুলাই/০৬ হতে ফেব্রুয়ারি/০৮ পর্যন্ত সময়কালে উপরে বর্ণিত ১০টি ট্যাংকারের মাধ্যমে চট্টগ্রাম হতে সরাসরি বাঘাবাড়ীতে তেল পরিবহন না করে ভায়া গোদনাইল পরিবহন করায় অতিরিক্ত দূরত্বের জন্য ভাড়া বাবদ ৯৩,০৫,৪৯৫ টাকা ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঘ/২" পৃষ্ঠা- ১৩৩-১৪২ এ দেখানো হলো)।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ**

- উত্তরবঙ্গে তেলের চাহিদা বেশী থাকায় দ্রুততম সময়ে বাঘাবাড়ী ডিপোতে তেল প্রেরণের প্রয়োজনে গোদনাইল ডিপো হতে বাঘাবাড়ী ডিপোতে তেল প্রেরণ করা হয়েছে।

**নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ**

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ চট্টগ্রাম  হতে বাঘাবাড়ীতে সরাসরি তেল পরিবহন না করে ভায়া গোদনাইল তেল পরিবহন করায় ৭৬ নটিক্যাল মাইল অতিরিক্ত দূরত্বের কারণে সময় বেশী লেগেছে। তাই দ্রুততম সময়ে তেল পৌছানোর যুক্তি সঠিক নয়। অনুচ্ছেদটি অগ্রিম হিসেবে ০৮/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখের সচিব বরাবর জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২০/১২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেওয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮/০১/২০১০ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৫/২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্রের জবাব পাওয়া  যায়। জবাব গ্রহণ যোগ্য না হওয়ায় কারণ উল্লেখপূর্বক ১৫/০৩/২০১০ খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর প্রেরণ করা হয়।

**নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ**

- এ ক্ষতির জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্ষতির অর্থ  আদায় করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ-০৫।**

**শিরোনাম ঃ অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত উৎসাহ বোনাস স্কীম (নীতিমালা) লংঘন করে উৎসাহ বোনাস পরিশোধ করায় ক্ষতি ১,৪৪,১৪,৪৮৫/- টাকা।**

**বিবরণ ঃ**

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড কোম্পানী লিঃ (বিজিএফসিএল), বি-বাড়ীয়া এর ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ০৮-০৬-২০০৯ খ্রিঃ হতে ০৫-০৭-০৯ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে উৎসাহ বোনাস নথি, বিল, ভাউচার ইত্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

- বিধি বহির্ভূতভাবে উৎসাহ বোনাস প্রদান করায় বর্ণিত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঙ" পৃষ্ঠা -১৪৩-১৪৪ এ দেখানো হলো)।
- অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এর স্মারক নং- অম/অবি/মানিঃ/বিওজিএমসি (বোনাস)/২০০২/২০ তারিখ ৯-৭-০৭ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অনুমোদিত উৎসাহ বোনাস স্কীম (নীতিমালা) ২ এর (ছ) অনুচ্ছেদে বিজিএফসিএল এর ৯টি কার্যক্ষেত্রের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নীতিমালার ৩নং অনুচ্ছেদে আনুপাতিক হারে প্রাপ্য নম্বরের বিভাজন দেখানো হয়েছে এবং নীতিমালার ৪(খ) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে কত দিনের উৎসাহ বোনাস প্রদান করা যাবে তার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নীতিমালার ৪(খ)(ঙ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রাপ্ত নম্বর ৭০% এর বেশী কিন্তু ৭৫% এর নীচে হলে উৎসাহ বোনাস প্রদান না করে কার্যদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পত্র প্রেরণ করতে হবে।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বোনাস স্কীম অনুযায়ী ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে বিজিএফসিএল ৭০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করায় উৎসাহ বোনাস প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে উৎসাহ বোনাস প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস লিঃ কর্তৃপক্ষ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বোনাস স্কীম নীতিমালার কোন কোন শর্ত (নিজস্ব সুবিধানুযায়ী) পরিবর্তন করে বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড লিঃ এর উৎসাহ বোনাস নীতিমালা প্রণয়ন করে।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের নীতিমালার ৪(খ) (ঙ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যেখানে প্রাপ্ত নম্বর ৭০% এর অধিক কিন্তু ৭৫% কম হলে উৎসাহ বোনাস প্রাপ্য নয়, সেখানে বিজিএফসিএল এর নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্ত নম্বর ৬৫% এর অধিক কিন্তু ৭০% এর নীচে উৎসাহ বোনাস প্রাপ্য মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ বিজিএফসিএল এর নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্ত নম্বর ৭০% এর বেশী এবং ৭৫% এর কম হলেও উৎসাহ বোনাস প্রাপ্য যা অর্থ মন্ত্রণালয়ের নীতিমালার লংঘন।
- বিজিএফসিএল কর্তৃপক্ষ অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রার সহিত প্রকৃত অর্জন তুলনা না করে নিজেদের প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বেশী (৯৫%) দেখিয়ে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ১,৪৪,১৪,৪৮৫ টাকা উৎসাহ বোনাস হিসেবে প্রদান করে, যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ**

- কোম্পানীর চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতের পর ০২ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ উৎসাহ বোনাস অগ্রিম হিসেবে প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পর সমন্বয় করা হয়ে থাকে।

**নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ**

- জবাবে ২০০৭-০৮ বছরের বোনাস স্কীম নীতিমালায় ৯টি কার্যক্ষেত্রের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে না পারা সত্ত্বেও এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন ছাড়াই অগ্রিম বোনাস প্রদানের ব্যাপারে জবাবে কিছু বলা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ০৮-০৯-০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮-১০-০৯ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৮-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয় । অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ**

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত মানদন্ড অনুযায়ী উৎসাহ বোনাস প্রাপ্য নয় বিধায় প্রদত্ত সমুদয় অর্থ আদায় করা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রবণতা বন্ধ করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ-০৬।**

**শিরোনাম ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে বিপিসি এর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক কার স্কীম প্রকল্প অনুমোদন এবং কার স্কীমের সুবিধা গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণকে ২০০৭-০৮ সালে বিভিন্ন ভাতাদি প্রতিষ্ঠান থেকে পরিশোধজনিত ক্ষতি ৮০,২৫,৯১৪/- টাকা।**

**বিবরণ ঃ**

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর ২০০৫-০৬ হতে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ০৮-০২-২০০৯ খ্রিঃ হতে ০২-০৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে কার স্কীম সংক্রান্ত নথি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে বিপিসি এর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক কার স্কীম প্রকল্প অনুমোদন এবং কার স্কীমের সুবিধা গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণকে ২০০৭-০৮ সালে বিভিন্ন ভাতাদি প্রতিষ্ঠান থেকে পরিশোধ করায় ৮০,২৫,৯১৪ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- বিপিসি'র পরিচালকমন্ডলীর ১৮/০২/১৯৯৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৭০তম সভায় মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ এর ৫ ক্যাটাগরী কর্মকর্তার জন্য প্রাধিকার নির্ণয়পূর্বক গাড়ী ক্রয় ঋণদান স্কীম অনুমোদন করা হয়। উক্ত কার স্কীম প্রকল্পে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কোন অনুমোদন নেই।
- ৫ম জাতীয় সংসদের হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩১/০৫/৯২ তারিখের আলোচনা সভায় সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় যে, বিপিসি এর অধীনস্থ সাবসিডিয়ারী কোম্পানীগুলোতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শ্রমিকগণকে সরকার প্রবর্তিত পে-কমিশন/মজুরী বোর্ডের সুপারিশ বর্হিভূত কোন আর্থিক সুবিধা প্রদানের সুযোগ নেই। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক কোন আর্থিক সুবিধা প্রদান করা বিধিসম্মত নয়।
- প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কার স্কীমের আওতায় যে সকল কর্মকর্তাগণকে গাড়ি ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করেছে তাদেরকে প্রতি মাসে রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা ১১৫৮/- টাকা, ড্রাইভার ভাতা ১০০০/- টাকা, অবচয় ভাতা ৩০০০/- এবং ১৫০ লিটার তেলের মূল্য প্রতিষ্ঠানের তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়। ফলে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ৮০,২৫,৯১৪/ টাকা ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ''চ'' পৃষ্ঠা- ১৪৫-১৪৮ এ দেখানো হলো)।
- উল্লেখ্য যে, ০১-৭-২০০৭ হতে প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের মূল্য ১৬.৭৫ টাকা নির্ধারিত ছিল। তাই সরকারি নির্দেশ মোতাবেক উক্ত গাড়ীগুলো সিএনজিতে রূপান্তর করা হলে ১৫০ ঘনমিটার গ্যাসের মূল্য বাবদ প্রতিমাসে (১৫০×১৬.৭৫) বা ২৫১২.৫০ টাকা পরিশোধ করতে হতো।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ**

- ১৯৭৬ সনের বিপিসি গঠনের পর বিপিসি এর অধীনস্থ কোম্পানীসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিপিসি অধ্যাদেশ নং-৮৮ এর ২৫(৫) এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বিপিসি এর অংগ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন ভাতাদি, চাকুরীর শর্ত ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি প্রদানের ক্ষমতা রাখে। উক্ত ক্ষমতা অনুযায়ী ১৯৯৩ সনে এর অংগ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণের জন্য বিপিসি কর্তৃক গাড়ী ক্রয় ঋণ দান স্কীম অনুমোদন করা হয়। বিপিসি অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিপিসি এর অংগ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির ক্ষমতা রাখে বিধায় এক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।

- এ কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ সরকার প্রবর্তিত বেতন কমিশনের আওতাভুক্ত নয়। ফলে কর্মকর্তাগণকে কোম্পানীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ২.০০ লক্ষ টাকা ঋণের বিপরীতে ক্রয়কৃত গাড়ী কোম্পানীর কাজে ব্যবহারের বিপরীতে মাসিক খরচ হিসেবে যে অর্থ পরিশোধ করা হয় তা কোম্পানীর আর্থিক ক্ষতি হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। ফলে পরিশোধিত অর্থ আদায়যোগ্য নয়।

**নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ**

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ৫ম সংসদের সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বেতন স্কেল /মজুরী বোর্ডের সুপারিশ বহির্ভূত আর্থিক সুবিধা প্রদানের সুযোগ নেই। এ ধরণের কোন সুবিধা প্রদান করতে হলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়া প্রয়োজন। অন্য কোন সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত ৭ম সংসদের পিএ কমিটি এবং ৫ম সংসদের পিএ কমিটির সিদ্ধান্ত বহাল রয়েছে। অনুচ্ছেদটি অগ্রিম হিসেবে ০৮/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখের সচিব বরাবর জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২০/১২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেওয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৮/০১/২০১০ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৫/২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্রের জবাব পাওয়া যায়। জবাব গ্রহণ যোগ্য না হওয়ায় কারণ উল্লেখপূর্বক ১৫/০৩/২০১০ খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর প্রেরণ করা হয়।

**নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ**

- সমুদয় ক্ষতির টাকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ-০৭।**

**শিরোনাম ঃ আমদানিকৃত তেলজাত পণ্য মাদার ভ্যাসেল থেকে লাইটারেজ জাহাজের মাধ্যমে মূল ট্যাংকে (Shore Tank) পরিবহনকালে ঘাটতি হওয়ায় ক্ষতি ৪৭,৪৮,৬৯৭/- টাকা ।**

**বিবরণ ঃ**

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর ২০০৫-০৬ হতে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ০৮-০২-২০০৯ খ্রিঃ হতে ০২-০৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে সার্ভে রিপোর্ট লাইটারেজ জাহাজের তেল প্রাপ্তি রেজিষ্টার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপতত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- আমদানিকৃত তেলজাত পণ্য মাদার ভ্যাসেল থেকে লাইটারেজ জাহাজের মাধ্যমে সংস্থার মূল ট্যাংকে (Shore Tank) পরিবহনকালে ঘাটতি হওয়ায় ৪৭,৪৮,৬৯৭ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ''ছ''পৃষ্ঠা-১৪৯-১৫১ এ দেখানো হলো)।
- আমদানিকৃত তেল মাদার ভ্যাসেল থেকে লাইটারেজ জাহাজের ট্যাংকারে স্থানান্তরের পর সার্ভে করে পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। তেল লাইটারেজ জাহাজের ট্যাংকার থেকে মূল ট্যাংকে (Shore Tank) গ্রহণকালে সার্ভে রিপোর্টে প্রদর্শিত পরিমাণের চাইতে কম পাওয়া যায়।
- লাইটারেজ জাহাজে পণ্য পরিবহনকালে কোন ঘাটতি গ্রহণযোগ্য নয়। তাই কম প্রাপ্ত তেলের মূল্য লাইটারেজ জাহাজের মালিক তথা পরিবহন ঠিকাদারের নিকট থেকে আদায়যোগ্য। উক্ত ঘাটতির টাকা আদায় না করায় সেপ্টেম্বর/০৫ হতে এপ্রিল/০৮ পর্যন্ত ৪৭,৪৮,৬৯৭/- টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ**

- বহির্নোঙ্গরে সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে তেলের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না বিধায় প্রায়শই বিল অব লেডিং হতে তেলের পরিমাণ কম বেশী হয়। লাইটারেজ ভ্যাসেলে লোডকৃত তেল বহির্নোঙ্গরে পরিমাপ করা হয় বিধায় তা সঠিক নয়। কোষ্টাল ট্যাংকার যোগে বিভিন্ন ডিপোতে তেল পরিবহনে ঘাটতির অনুমোদিত সীমা ০.২০% । এক্ষেত্রে ঘাটতি ০.১৪% ।

**নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ**

- জবাব যথাযথ নয়। কারণ বহির্নোঙ্গরে অবস্থানরত আমদানি জাহাজের সার্ভে রিপোর্টের ভিত্তিতে আমদানিকৃত তেলের মূল্য পরিশোধ করা হয় বিধায় সার্ভে রিপোর্ট সঠিক ও যথাযথ। তাছাড়া ডিপোতে পরিবাহিত তেলের অনুমোদিত পরিবহন ঘাটতি থাকলেও লাইটারেজ ভ্যাসেল পরিবহনের কোন অনুমোদিত ঘাটতি নেই। অনুচ্ছেদটি অগ্রিম হিসেবে ০৮/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখের সচিব বরাবর জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২০/১২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেওয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৮/০১/২০১০ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৫/০২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্রের জবাব পাওয়া যায়। জবাব গ্রহণ যোগ্য না হওয়ায় কারণ উল্লেখপূর্বক ১৫/০৩/২০১০ খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর প্রেরণ করা হয়।

**নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ**

- ঘাটতি তেলের মূল্য সংশ্লিষ্ট পরিবহন ঠিকাদারদের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ-০৮।**

**শিরোনাম ঃ গ্রাহকের গ্যাস কারচুপির কারণে মিটার অপসারণ করা সত্ত্বেও গ্যাস সংযোগ অবিচ্ছিন্ন রেখে নতুন মিটার প্রদান এবং মিটার বিনষ্টের প্রতিবেদন দাখিল বিলম্বিত করে অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ায় ক্ষতি ৪২,৫৩,৩১৯ টাকা।**

**বিবরণ ঃ**

তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি কোম্পানী লিঃ, ঢাকা এবং এর অধীন বিআর ময়মনসিংহ আঞ্চলিক বিক্রয় কার্যালয় ইউনিটের ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ১৮/০১/০৯ খ্রিঃ হতে ০৮/০৭/০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্তড় সময়ে নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স ওরাম (প্রাঃ) লিঃ কর্তৃক গ্যাস চুরির কারণে তাদের মিটার অপসারণ করা সত্ত্বেও গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করে নতুন সংযোগ প্রদান এবং মিটার বিনষ্টের প্রতিবেদন দাখিল বিলম্বিত করে গ্যাস ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ায় উল্লিখিত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট “জ” পৃষ্ঠা ১৫২ এ দেখানো হলো)।
- উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ০৫-০৭-১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি শুরু থেকে মাসিক ৩৫,০০০-৮০,০০০/- টাকা পর্যন্ত বিল পরিশোধ করতে থাকে। পরে লোড বৃদ্ধির কারণে তা ৮০,০০০-১৫১,০০০/- টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৯৯৮-২০০০ সময়ে বিল ৮০,০০০-১২০,০০০/- টাকা হওয়ায় অর্থাৎ বিলের মাসিক পরিমাণ কমে যাওয়ায় বিষয়টি তদন্ত করে মিটার বিনষ্টের মাধ্যমে গ্যাস কারচুপির বিষয়টি ধরা পড়ে। ফলে ০১-০৮-২০০০ খ্রিঃ তারিখে মিটার অপসরণ করা হলেও গ্যাস সংযোগ অবিচ্ছিন্ন রাখা হয়। পরে নতুন মিটার পুনঃস্থাপন করতঃ ০১-০৮-২০০০ খ্রিঃ হতে ০১-০৮-২০০২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত গড়ে মাসিক ১,৩৫,০০০ টাকার বিল পাওয়া যায়। ফলে কারচুপির মাধ্যমে ১৯,৪৩,৩৪৫ টাকার গ্যাস ব্যবহৃত হয়েছে মর্মে কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।
- কারচুপির মাধ্যমে গ্যাস ব্যবহারের কারণে মিটার অপসারণ করার পরও গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করে গ্যাস সংযোগ অব্যাহত রাখা এবং পরে নতুন মিটার সংযোগ প্রদান গ্যাস বিপণন নীতিমালা'২০০৪ এর ৮.১(ক) ১ এর পরিপন্থী। দ্বিতীয়তঃ পুরাতন মিটার বিনষ্টের বিষয়ে ২ বছর পর ক্ষতির রিপোর্ট প্রদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে কোম্পানীর সুদে মূলে ৪২,৫৩,৩১৯ টাকা ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ**

- প্রকৃতপক্ষে মিটারটির সঠিকতা পরীক্ষা করে প্রতিবেদন দাখিলে বিলম্ব হয়নি। কেননা মিটারটি অপসারণ করা হয় ০১-০৮-২০০০ খ্রিঃ তারিখে এবং সঠিকতা পরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয় ১ মাস পর অর্থাৎ ০৬-০৯-২০০০ খ্রিঃ তারিখে। পরবর্তীতে মিটার পরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে অতিরিক্ত বিল, জরিমানা, মিটারের মূল্য, গ্যাস বিল ও সুদ বাবদ সর্বমোট ৪২,৫৩,৩৫৯.১৮ টাকা আদায়ের লক্ষ্যে স্থানীয় আইনজ্ঞের মাধ্যমে অর্থ মামলা করার জন্য গ্রাহকের নথি আইনজীবির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশ মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

**নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ**

- আলোচ্য বিষয়ে ০৩-১১-২০০৭ তারিখের আইনগত মতামত অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন ব্যর্থতার কারণে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করতে কোম্পানী সমর্থ হবে কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে বিধায় স্থানীয় অফিসের জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ৬-৮-০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় তাগিদপত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৮-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ**

- দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ-০৯।**

**শিরোনাম ঃ কর্মচারীগণের প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাস্টের ও কল্যাণ তহবিলের অর্থ সাধারণ হিসাবে স্থানান্তরপূর্বক বিধিবহির্ভূতভাবে অন্য খাতে ব্যয় প্রদর্শনের মাধ্যমে তছরূপ ও আত্নসাৎ করায় ক্ষতি ৩২,৬০,৯১০/- টাকা।**

**বিবরণ ঃ**

জয়পুরহাট চুনা পাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প, জয়পুরহাট এর ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ৩০-০৩-২০০৯ খ্রিঃ হতে ০৭-০৪-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

- কর্মচারীগণের প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাস্টের ও কল্যাণ তহবিলের অর্থ সাধারণ হিসাবে স্থানান্তরপূর্বক বিধিবহির্ভূতভাবে অন্যখাতে ব্যয় প্রদর্শনের মাধ্যমে উল্লিখিত অর্থ আত্নসাৎ করায় ৩২,৬০,৯১০ টাকা ক্ষতি হয়েছে।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ঝ " পৃষ্ঠা ১৫২ এ দেখানো হলো)।
- পিএফ লোন, ওয়েল ফেয়ার ফান্ড লোন, বেতন ও টিএ/ডিএ অগ্রিম খরচ খাতে প্রদত্ত ১৩,২৬,০৮৫ টাকা প্রিপেমেন্ট ও অগ্রিমের ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয় হতে কোন ফান্ড বরাদ্দ দেয়া হয়নি। কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন হতে কর্তনকৃত চাঁদার অর্থ প্রকল্পের সাধারণ হিসাবে জমা ফান্ডে জমা করা হয়। উক্ত তহবিল হতে প্রিপেমেন্ট ও অগ্রিম প্রদান প্রদর্শন করা হয়েছে যা ৩০-০৬-২০০৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত আদায় কিংবা সমন্বয় করা হয়নি এবং কোন কোন ব্যক্তিকে উক্ত লোন বা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে তারও কোন তালিকা ও রেকর্ডপত্র পাওয়া যায়নি।
- ২০০২-০৩ সালের হিসাবে পিএফ ও কল্যাণ তহবিল হতে ১৯,৩৪,৮২৩ টাকা প্রকল্পের দায় হিসাবে দেখিয়ে উত্তোলন করা হয়েছে। উত্তোলিত অর্থ প্রকল্পের কাজে ব্যয় দেখানো হলেও তাহা বিল ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয় করা হয়নি। উক্ত ব্যয়ের সমর্থনে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কোন অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি এবং ব্যয় বিবরণী পেট্রোবাংলাতে প্রেরণ করা হয়নি। এই সমস্ত ফান্ডের হিসাব কোন অবস্থায় রাখা হয়েছে তা উল্লেখ না থাকায় প্রকৃত অবস্থা জানার কোন সুযোগ হয়নি।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ**

- সংস্থার সদর দপ্তর হতে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি দ্বারা তদন্ত করা হয়েছে এবং সংস্থার প্রশাসন বিভাগ হতে সে মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

**নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ**

- অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের নিকট হতে দীর্ঘদিন পরেও আপত্তিকৃত অর্থ আদায় না হওয়ার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ২১-৬-০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৮-৭-০৯ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠান থেকে উপরে উল্লিখিত একই জবাব প্রেরণ করায় তা গ্রহণযোগ্য হয়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০২-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ**

- অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অবিলম্বে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে কর্মচারীদের জিপিএফ ট্রাষ্ট ও কল্যাণ তহবিল পুনর্ভরণ করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ-১০।**
**শিরোনাম ঃ মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এর নিজস্ব ট্যাংকার এমভি রাজহংশীতে সীমাতিরিক্ত পরিবহন ঘাটতি আদায় না করায় ক্ষতি ২১,৮৮,১৮৫/- টাকা।**

**বিবরণ ঃ**

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর ২০০৫-০৬ হতে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ০৮-০২-২০০৯ খ্রিঃ হতে ০২-০৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে Transhipment Cost Statement, Calibration Chart ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ এর নিজস্ব ট্যাংকার এমভি রাজহংসী এর মাধ্যমে বিভিন্ন ডিপোতে তেল পরিবহনকালে আগষ্ট/০৫ হতে এপ্রিল/০৮ পর্যন্ত সীমাতিরিক্ত পরিবহন ঘাটতি বাবদ ২১,৮৮,১৮৫ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ‘‘ঞ’’ পৃষ্ঠা- ১৫৩-১৫৫ এ দেখানো হলো)।
- বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয়ের প্রজ্ঞাপন নং জ্বালানী (আপাঃ-১)/ বিপিসি/২৯/২০০৩/অংশ-২/২৮৩ তাং ০৪/৯/২০০৫ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ৭ (ক) মোতাবেক কেরোসিন ও ডিজেলে পরিবহন ঘাটতির অনুমোদিত সীমা ০.২০% । এর বেশী পরিবহন ঘাটতি হলে সীমাতিরিক্ত পরিবহন ঘাটতির অর্থ সংশ্লিষ্ট পরিবহনকারীর নিকট থেকে আদায়যোগ্য।
- কিন্তু মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ এর নিজস্ব ট্যাংকার এমভি রাজহংসীতে উল্লিখিত সময়ে পরিবহন ঘাটতি হয়েছে ০.৩৫% । পরিবহন ঘাটতি (০.৩৫%-০.২০%) = ০.১৫% অতিরিক্ত হলেও ঘাটতিকৃত অর্থ আদায় না করায় উল্লিখিত ক্ষতি হয়েছে।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ**

- পেট্রোলিয়াম লিঃ এর নিজস্ব ট্যাংকার এমভি রাজহংসীতে মোট পরিবহন ঘাটতি ০.৩৫% । অনুমোদিত ঘাটতি ০.২০% বাদ দিলে সীমাতিরিক্ত ঘাটতি দাড়ায় ০.১৫% যা অতি নগণ্য।

**নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ**

- জবাব যথাযথ নয়। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী সীমাতিরিক্ত ঘাটতি ০.১৫% কে নগণ্য হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ নেই।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অনুচ্ছেদটি অগ্রিম হিসেবে জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২০/১২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেওয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৮/০১/২০১০ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৫/০২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্রের জবাব পাওয়া যায়। জবাব গ্রহণ যোগ্য না হওয়ায় কারণ উল্লেখ পূর্বক ১৫/০৩/২০১০ খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর প্রেরণ করা হয়।

**নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ**

- দায় -দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ-১১।**

**শিরোনাম ঃ প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্তৃক বিভিন্ন অনিয়ম ও ভুয়া বিল ভাউচারের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ১৮,৫৯,৬৮০/- টাকা।**

**বিবরণ ঃ**

জয়পুর হাট চুনা পাথর খনি ও সিমেন্ট প্রকল্প, জয়পুর হাট এর ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ৩০-৩-২০০৯ খ্রিঃ হতে ০৭-৪-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- উক্ত প্রকল্পের সাবেক প্রকল্প ব্যবস্থাপক ভুয়া কর্মচারী নিয়োগ দেখিয়ে এবং গোপনে ভুয়া ওভারটাইম ও ভ্রমণ ভাতা বিলের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ করায় ১৮,৫৯,৬৮০/- টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ট" পৃষ্ঠা ১৫৬-১৫৭ এ দেখানো হলো)।
- উক্ত প্রকল্প ব্যবস্থাপক আব্দুল্লাহ আল মোরশেদ নামক একজন কনিষ্ঠ করনিক কে ১/৯/২০০৩ হতে ৩১/৫/২০০৬ পর্যন্ত সময়ে কাল্পনিক নিয়োগ দেখিয়ে তার বেতন ভাতা বাবদ ১,৩২,৬৮০/-টাকা উত্তোলন পূর্বক আত্মসাৎ করেছেন। প্রকল্পের হাজিরা খাতায় এই নামের কোন কর্মচারীর স্বাক্ষর/হাজিরা নেই এবং প্রকল্পের অন্যান্য কর্মচারীগণও এই নামের কোন ব্যক্তিকে কখনো প্রকল্পে দেখেনি মর্মে এ বিষয়ে গঠিত পেট্রোবাংলার তদন্ত কমিটিকে জানিয়েছে।
- উক্ত প্রকল্প ব্যবস্থাপক তার কার্যকালে (সেপ্টেম্বর'০৩ হতে আগষ্ট'০৭) প্রকল্পের কর্মচারীদের নামে ওভারটাইম বাজেট গোপনে পেট্রেবাংলা থেকে অনুমোদন করিয়ে কর্মচারীদের নামে ভুয়া ওভারটাইম বিল গোপনে প্রস্তুত করে নিজেই কর্মচারীদের স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক আত্মসাৎ করেন। উক্ত ব্যবস্থাপকের কার্যকালে মোট ১৭,০১,১৩৮ টাকা কর্মচারীদের নামে ওভারটাইম বিল প্রদর্শন করা হলেও এর মধ্যে ৮,৫০,০০০ টাকা উত্তোলন ও পরিশোধের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ কিছুই জানেন না মর্মে বগুড়া দুর্নীতি দমন অফিসকে জানানো হয়েছে।
- উক্ত প্রকল্প ব্যবস্থাপক ২৪-২-০৩ খ্রিঃ হতে ১৮-৮-০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই শুধু নিজের স্বাক্ষরে ৭৯ টিএ বিলের মাধ্যমে ৮,৭৭,০০০ টাকা গ্রহণ/আত্মসাৎ করেছেন। তাঁর নামে পেট্রোবাংলার বনানী হাউজিং কমপ্লেক্সের পি-৩ ভবনের ৫/২ নম্বর ফ্লাটটি বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও সেখানে অবস্থান না করে তিনি হোটলে অবস্থান দেখিয়ে ইচ্ছা মাফিক ভুয়া ভাউচারের সমর্থনে উক্ত বিল উত্তোলন করেছেন। প্রকল্পে তার মোট ১৬৩৭ দিন কর্মকালের মধ্যে ১১৩১ দিনই তিনি বাইরে অবস্থান দেখিয়ে উক্ত টিএ/ডিএ বিল গ্রহণ করেছেন।
- উল্লিখিত অনিয়মের মাধ্যমে প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোট ১৮,৫৯,৬৮০/- টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ**

- পেট্রোবাংলার সদর দপ্তর কর্তৃক গঠিত উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি দ্বারা তদন্ত করা হয়েছে এবং সংস্থার প্রশাসন বিভাগ হতে সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

**নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ**

- দীর্ঘদিন পূর্বে তদন্ত সম্পন্ন করে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা হলেও ক্ষতির টাকা আদায় না হওয়ার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে ২১-৬-০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৮-৭-০৯ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠান থেকে উপরে উল্লিখিত একই জবাব প্রেরণ করায় তা গ্রহণযোগ্য হয়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ**

- অর্থ আত্মসাতের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ-১২।**

**শিরোনাম ঃ বিভিন্ন ডিপোতে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মাত্রাতিরিক্ত অপারেশন ও কনভারশন লসের কারণে ঘাটতিজনিত ক্ষতি ২৬,৭২,৯৮৫/- টাকা।**

**বিবরণ ঃ**

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর ২০০৫-০৬ হতে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ০৮-০২-২০০৯ খ্রিঃ হতে ০২-০৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে Daily Bulk Plant Stock Report ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- কোম্পানীর বিভিন্ন ডিপোতে অপারেশন ও কনভারশনে মাত্রাতিরিক্ত লস্ হওয়ার কারণে ২০০৫-০৬ হতে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ২৬,৭২,৯৮৫/- টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ‘‘ঠ’’পৃষ্ঠা-১৫৮ এ দেখানো হলো)।
- ২৯ ও ৩০ জুন ১৯৮৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বিপিসির জেনারেল ম্যানেজারদের সভায় পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের অপারেশন ও কনভারশন লস তথা সার্বিক ডিপো ঘাটতি ০.৩০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়া গত ১০/১২/৯৭ খ্রিঃ তারিখে ৭ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩২তম সভায় ০.৩০% ঘাটতি স্বাভাবিক ঘাটতি হিসাবে বিবেচনা করার পক্ষে মতামত দেয়া হয়। কিন্ত মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এর নাটোর, হরিয়ান ও চিলমারী ডিপোতে নিরীক্ষাধীন সময়ে ঘাটতির পরিমাণ যথাক্রমে ০.৩৫% হতে ০.৪৫%, ০.৩২% হতে ০.৪৮% এবং ০.৩৯ হতে ০.৯৭% । ফলে ডিপোগুলোতে ঘাটতির পরিমাণ নির্ধারিত সীমা হতে বেশী হওয়ায় উল্লিখিত ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ**

- চিলমারী ডিপোটি ব্রক্ষপুত্র নদীতে ভাসমান বার্জ ডিপো। পানির তাপমাত্রা কম থাকে বিধায় কনভারশন লস বেশী হয়। এছাড়া নাটোর ও হরিয়ান ডিপো দেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত। উক্ত অঞ্চলে শীতের প্রকোপ বেশী থাকায় কনভারশন লস বেশী হয়ে থাকে। কনভারশন লসের বিষয়টি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল, যা ডিপো কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত।

**নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ**

- জবাব সঠিক নয়। কারণ ডিপো ঘাটতির বিষয়ে অঞ্চল ভিত্তিক তারতম্যের বিষয়ে কোন প্রাতিষ্ঠানিক নির্দেশনা নেই। তাছাড়া দক্ষিণাঞ্চলে তাপমাত্রা বেশী বলে ঐ অঞ্চলের ডিপোতে ঘাটতি হয়নি এমন কোন প্রমাণক সরবরাহ করা হয়নি। অনুচ্ছেদটি অগ্রিম হিসেবে ০৮/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখের সচিব বরাবর জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২০/১২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেওয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৮/০১/২০১০ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৫/২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্রের জবাব পাওয়া যায়। জবাব গ্রহণ যোগ্য না হওয়ায় কারণ উল্লেখপূর্বক ১৫/০৩/২০১০ খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর প্রেরণ করা হয়।

**নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ**

- ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্ষতি টাকা আদায় এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রবণতা বন্ধের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ-১৩।**

**শিরোনামঃ চট্টগ্রাম হতে চাঁদপুর ডিপোতে শ্যালো ড্রাফ্‌ট ট্যাংকারের মাধ্যমে বেশী ভাড়ায় তেল পরিবহন করায় ক্ষতি ১৫,৩১,৯১৮/- টাকা ।**

**বিবরণ ঃ**

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর ২০০৫-০৬ হতে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ০৮-০২-২০০৯ খ্রিঃ হতে ০২-০৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে Transhipment Cost Statement, Calibration Chart ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- চট্টগ্রাম হতে চাঁদপুর ডিপোতে কম ভাড়ার কোষ্টাল ট্যাংকারের পরিবর্তে বেশী ভাড়ার শ্যালো ড্রাফ্‌ট ট্যাংকারের মাধ্যমে তেল পরিবহন করায় সেপ্টেম্বর/০৭ হতে ডিসেম্বর/০৮ পর্যন্ত ১৫,৩১,৯১৮ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট ''ড'' পৃষ্ঠা- ১৫৯-১৬১ এ দেখানো হলো)।
- ১৫/৯/২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত চাঁদপুর ডিপোর ধারণ ক্ষমতা ছিল ৬,৩৫,৩৪৬ লিটার। ১৬/৯/২০০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে উক্ত ডিপোর ধারণ ক্ষমতা ৫৪,৭৪,৭৬০ লিটারে উন্নীত করা হয়। ডিপোর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার পর ডিজেল ও কেরোসিন এর সাময়িক গড় বিক্রী দাঁড়ায় (৩০,০০,০০০+ ১৫,০০,০০০) বা ৪৫,০০,০০০ লিটার ।
- ডিপোর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির পূর্ব পর্যন্ত চাঁদপুর ডিপোতে শ্যালো ড্রাফ্‌ট ট্যাংকারের মাধ্যমে তেল পরিবহন করা হতো। কারণ কোষ্টাল ট্যাংকারের ধারণ ক্ষমতা ডিপোর ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশী। কিন্ত ডিপোর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির পর উক্ত ডিপোতে কোষ্টাল ট্যাংকারের মাধ্যমে সাশ্রয়ী দরে তেল পরিবহন করা যুক্তিসংগত ছিল।
- বিপিসির অনুমোদিত ভাড়া অনুযায়ী ১৬/৯/২০০৭ খ্রিঃ হতে ৩০/৬/২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত চট্টগ্রাম থেকে চাঁদপুর প্রতি মেট্রিক টন তেলের পরিবহন ভাড়া ৩৬৯.৫০ টাকা এবং উক্ত রুটে ০১/০৭/২০০৮ খ্রিঃ হতে তা দাড়াঁয় ৪৩৫.০৮ টাকা। পক্ষান্তরে উক্ত রুটে একই সময়ে শ্যালো ড্রাফট ট্যাংকারের প্রতি মেট্রিক টনের ভাড়া যথাক্রমে ৪০৩.৭৯ ও ৪৮২.৭৬ টাকা । অর্থাৎ ১৬/৯/২০০৭ খ্রিঃ হতে কোষ্টাল ট্যাংকার ও শ্যালো ড্রাফ্‌ট ট্যাংকার এর প্রতি মেট্রিক টন ভাড়ার পার্থক্য (৪০৩.৭৯-৩৬৯.৫০) = ৩৪.২৭ টাকা এবং ০১/০৭/২০০৮ খ্রিঃ হতে (৪৮২.৭৬- ৪৩৫.০৮) = ৪৭.৬৮ টাকা। ফলে অতিরিক্ত ভাড়ায় শ্যালো ড্রাফট ট্যাংকারের মাধ্যমে তেল পরিবহন করায় ১৫,৩১,৯১৮ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ**

- অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে আর্থিক সাশ্রয়ের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করে চাঁদপুর ডিপোতে শ্যালো ড্রাফট ট্যাংকারের মাধ্যমে তেল প্রেরণ না করে কোষ্টাল ট্যাংকারের মাধ্যমে তেল পরিবহন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

**নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ**

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবের মাধ্যমে অডিট আপত্তির বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ডিপোর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির পরও বেশী ভাড়ার শ্যালো ড্রাফ্‌ট ট্যাংকারের মাধ্যমে তেল পরিবহন করা যুক্তিযুক্ত ও প্রতিষ্ঠানের জন্য সাশ্রয়ী বিবেচিত হয়নি।

অনুচ্ছেদটি অগ্রিম হিসেবে ০৮/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখের সচিব বরাবর জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২০/১২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেওয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৮/০১/২০১০ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৫/২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্রের জবাব পাওয়া যায়। জবাব গ্রহণ যোগ্য না হওয়ায় কারণ উল্লেখপূর্বক ১৫/০৩/২০১০ খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর প্রেরণ করা হয়।

**নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ**

- ক্ষতির জন্য দায়-দয়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

# শিল্প মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ-১৪।
শিরোনাম ঃ নীতিমালা বহির্ভূতভাবে উৎসাহ বোনাস পরিশোধ করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি ৪,৩৩,৬২,৯৩৩ টাকা।

**বিবরণ ঃ**

বিসিআইসির নিয়ন্ত্রণাধীন ৩টি প্রতিষ্ঠানের ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে উৎসাহ বোনাস পরিশোধ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র, উৎসাহ বোনাস স্কীম নীতিমালা, বোনাস প্রাপ্যতা নিরূপনে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন, উৎপাদন রেজিস্টার ও চেক ভাউচার ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- নীতিমালা বহির্ভূতভাবে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদিগকে উৎসাহ বোনাস প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ৪,৩৩,৬২,৯৩৩ টাকা ক্ষতি হয়েছে । (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঢ " পৃষ্ঠা--১৬২ তে দেখানো হলো)।
- শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩০-০৭-১৯৮৭ খ্রিঃ তারিখে স্মারক নং- শিল্প এএ-৩/১৫/৮৭/১৩০ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থার (বিসিআইসি) এবং বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থা (বিএসইসি) নিয়ন্ত্রনাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য বোনাস স্কীম (সংশোধিত) চালু করা হয়। বোনাস স্কীমের শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ
  (১) বোনাস হিসাব করার ক্ষেত্রে কোন অবস্থায় উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন করা যাবে না।
  (২) উৎপাদন প্রক্রিয়ার সমতা রক্ষার নিমিত্ত সম্পাদিত অতিরিক্ত কাজ ব্যতীত স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত অতিরিক্ত কাজ দ্বারা অধিক উৎপাদন হলেও উহাকে উৎসাহ বোনানের জন্য গণনায় আনা যাবেনা
  (৩) উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার ৭০% পর্যন্ত উৎপাদনের জন্য এবং বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৯০% পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য কোন বোনাস প্রাপ্য হবে না;
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০১-১২-৯৪ খ্রিঃ তারিখের ৬১ নং আদেশের অনুঃ '' গ " অনুযায়ী উৎসাহ বোনাস প্রদানের পূর্বে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হবে।

(ক) জিয়া ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ আশুগঞ্জ, বি বাড়িয়া এর ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় উল্লিখিত অর্থ বছরদ্বয়ে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৪,২৫,০০০ মেঃ টন নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করে ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের জন্য ৩,৮০,০০০ মেঃ টন এবং ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের জন্য ৪,০১,০০০ মেঃ টন লক্ষ্যমাত্রা পুনঃ নির্ধারণ করে লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত উৎপাদন প্রদর্শন করে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকগণকে উৎসাহ বোনাস বাবদ ২,৮৪,২০,৬৬৯/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঢ-১ "পৃষ্ঠা-১৬৩ তে দেখানো হলো)। এক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন নেওয়া হয়নি।

(খ) যমুনা ফর্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ তারাকান্দি, জামালপুর এর ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায়, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ অনিয়মিতভাবে উৎসাহ বোনাস প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ১,৪৬,১৯,৬১৮ টাকা ক্ষতি করা হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঢ-২" পৃষ্ঠা-১৬৩ তে দেখানো হলো)।

(গ) ইষ্টার্ণ টিউবস্ লিঃ, তেজগাঁ, ঢাকার ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় উক্ত অর্থ বছরে ৮,০০,০০০ টিউব লাইট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে ৫,০৭,১০৫ টিউব লাইট যা লক্ষ্যমাত্রার ৬৩.৩৯% মাত্রা এবং বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা ৮,০০,০০০ টিউব লাইটের বিপরীতে প্রকৃত বিক্রয় হয়েছে ৪,৯৩,৪০১ টিউব লাইট। কিন্ত উৎপাদন ও বিক্রয় লক্ষমাত্রার জন্য নির্ধারিত/ আরোপিত শর্তপূরণ না হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে কর্মকতা, কর্মচারী ও শ্রমিকদিগকে (১,১৪,৩৬০/-+১০৪২৮৭/-+১,০৩,৯৯৯/-) = ৩,২২,৬৪৬/- টাকা উৎসাহ বোনাস পরিশোধ করা হয়েছে।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ**

ক. এ বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের জবাবে জানানো হয় যে, প্রচলিত বোনাস স্কীম নীতিমালাটি বিসিআইসি ও বিএসইসির অধীনস্থ সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য। যে কারণে কোন একক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সবগুলো শর্ত প্রযোজ্য/কার্যকর নয়। উৎসাহ বোনাসের প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে অধিক শ্রমিক নিয়োগের বিষয়টি প্রয়োজ্য নয়।

খ. এ বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের জবাবে জানানো হয় যে, শ্রমিকদের পালাবদল, সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন (উৎসব) ছুটির দিবসে শ্রমিক/কর্মচারীর স্বাভাবিক ছুটি কালিন সময়ে কারখানা চালু রাখার স্বার্থে অধিকাল ভাতা প্রদান করে উৎপাদন ক্ষমতার চাইতে অধিক বৃদ্ধি করা যায় না। সুতরাং উৎসাহ বোনাস স্কীম এর অধিকাল ভাতার ক্লজ এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

গ. এ বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের জবাবে জানানো হয় যে, উৎপাদন ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় উক্ত দুটি খাতের বিপরীতে কোন বোনাস প্রদান করা হয়নি। বোনাস পরিশোধের নীতিমালার আলোকে শুধুমাত্র মুনাফা খাতের ১৫ দিনের বোনাস প্রদান করা হয়েছে।

**নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ**

- শিল্প মন্ত্রণালয়ের বর্ণিত নীতিমালা মোতাবেক উৎসাহ বোনাস নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ওভার টাইমের হিসাব বাদ দেয়া হয়নি এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুসরণ না করে উৎসাহ বোনাস প্রদান করা হয়েছে বিধায় জবাব সন্তোষজনক নয়।
- উক্ত আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৭/৮/০৯, ১৮/২/০৯,২২/৪/০৯ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ২৫/১০/০৯ খ্রিঃ এবং ০২/১১/০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, প্রচলিত বোনাস স্কীম নীতিমালাটি বিসিআইসি এবং বিসিআইসি এর অধীনস্থ সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য। সে কারণে কোন একক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সবগুলো শর্ত কার্যকর নয়। ফলে উৎসাহ বোনাস প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে অধিকাল বিষয়টি প্রযোজ্য নয়। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ২৫/৮/০৯ এবং ২৭/৮/০৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ**

- প্রদানকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে আদায় করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ-১৫।**

**শিরোনাম ঃ পূর্বাপেক্ষা কম দর পাওয়ার পরও ক্রয়াদেশ না দিয়ে পুনঃ দরপত্র আহবান এবং অধিক দরে একই সরবরাহকারীর কাছ থেকে রক ফসফেট ক্রয় করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৩,৯৫,৬৩,২০৫/- টাকা।**

**বিবরণ ঃ**

বিসিআইসি এর নিয়ন্ত্রণাধীন টিএসপি কমপ্লেক্স লিঃ, পতেঙ্গা, চট্টগ্রামের ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ১৩-০৭-০৮ খ্রিঃ হতে ০৪-০৯-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে উচ্চমান রকফসফেট ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- পূর্বাপেক্ষা কম দর পাওয়ার পরও ক্রয়াদেশ না দিয়ে পুনঃ দরপত্র আহবান এবং অধিক দরে একই সরবরাহকারীর নিকট থেকে রকফসফেট ক্রয় করায় প্রতিষ্ঠানের ৩,৯৫,৬৩,২০৫/-টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট ''ণ'' পৃষ্ঠা-১৬৪ এ দেখানো হলো)।
- প্রতিষ্ঠানের উচ্চমান রকফসফেট (৭২% কিপিএল ন্যূনতম) এর মজুদ মাত্র ১৫ দিন উৎপাদন চালিয়ে যাওয়ার মত ২৭০৬ মেঃ টনে উপনীত হলে জরুরী ভিত্তিতে আমদানির জন্য ১২-১১-০৭ খ্রিঃ তারিখে সংস্থাকে পত্র লেখা হয় এবং ১৭-১২-০৭ খ্রিঃ তারিখে মজুদ সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। উচ্চমান রকফসফেট এর মজুদ শূন্য অবস্থা ২০-০৩-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।
- প্রতিষ্ঠানের পত্রের প্রেক্ষিতে সংস্থা কর্তৃক ১৫,০০০ মেঃ টন উচ্চমান রকফসফেট ক্রয়ের জন্য ১৯-১১-০৭ খ্রিঃ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। ৩১-০১-০৮ খ্রিঃ তারিখে প্রতি মেঃ টন ২৬৯.৮৫ মাঃ ডলার হিসেবে মেসার্স দেশ ট্রেডিং কর্পোরেশনের নামে ক্রয়াদেশ ইস্যু করা হয়।
- পুনরায় ১৫,০০০ মেঃ টন রকফসফেট ক্রয়ের জন্য ০৮-০১-০৮ খ্রিঃ তারিখে আহবানকৃত পুনঃ দরপত্রের বিপরীতে একই সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স দেশ ট্রেডিং কর্পোরেশন প্রতি মেঃ টন ২৭৯.৮৫ মাঃ ডলার হিসেবে দর প্রদান করে নিম্নতম দরদাতা (প্রথম নিম্নতম দরদাতার দরপত্র বাতিল হওয়ায়) হিসেবে বিবেচিত হয়।
- পুনরায় ২৪-০২-০৮ খ্রিঃ তারিখে আহবানকৃত পুনঃ দরপত্রে প্রাপ্ত দরের আলোকে একই সরবরাহকারী মেসার্স দেশ ট্রেডিং কর্পোরেশন, ঢাকাকে প্রতি মেঃ টন ৩১৪.৪০ মাঃ ডলার হিসেবে ১৫,০০০ মেঃ টন (+১০%) উচ্চমান রকফসফেট সরবরাহের জন্য ক্রয়াদেশ দেয়া হয়।
- পুনঃ দরপত্রে প্রাপ্ত দরটি ০৮-০১-০৮ খ্রিঃ তারিখের দরপত্রে প্রাপ্ত দর অপেক্ষা প্রতি মেঃ টনে ৩৪.৫৫ (৩১৪.৪০-২৭৯.৮৫ মাঃ ডলার)মাঃ ডলার বেশী । ফলে সরবরাহকৃত ১৬,৫০০ মেঃ টনে ৫,৭০,০৭৫ মাঃ ডলার অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে (১৬,৫০০ মেঃ টন × ৩৪.৫৫ মাঃ ডলার), যা সমপরিমাণ বাংলাদেশী ৩,৯৫,৬৩,২০৫/- টাকা (প্রতি মাঃ ডলার ৬৯.৪০ টাকা)।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ**

- বিসিআইসি এর ক্রয় বিভাগের মাধ্যমে ক্রয় সম্পাদন হয় বিধায় বিস্তারিত জবাব প্রদানের জন্য ২৮.১.০৮ খ্রিঃ তারিখে বিসিআইসি কে পত্র দেয়া হয়েছে। জবাব প্রাপ্তির পর নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে।

**নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ**

- উক্ত অনিয়মটি অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ২১/১২/০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৮/৬/০৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৫/১২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে দেশ ট্রেডিং এর ১ম সর্ব নিম্ন দর বাতিল করে ২য় দরপত্রে উচ্চ দরে মালামাল ক্রয় সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি।

**নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ**

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ - ১৬।**

**শিরোনাম ঃ মেরামত অযোগ্য ও ধ্বংস হয়ে যাওয়া ইউরিয়া প্লান্টের জন্য নিক্কা পিলেটস ক্রয় করায় আর্থিক ক্ষতি ৫৫,৮৬,৩৯৭/৬০ টাকা।**

বিবরণ ঃ

ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট এর ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ১৩-১১-০৮ হতে ৩১-১২-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে অবসলিট/সারপ্লাস সংক্রান্ত নথি, বিন কার্ড ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মেরামত অযোগ্য ইউরিয়া প্লান্টের ব্যবহারের জন্য নিক্কা পিলেটস ক্রয় করে, তা ব্যবহার না করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি ৫৫,৮৬,৩৯৭ টাকা।
- প্রতিষ্ঠানের ইউরিয়া গুদামে উব-ঐঁসরফরভরপধঃরড়হ চষধহঃ, অরৎ গড়রংঃঁৎব ধনংড়ৎনঃরড়হ এর জন্য নিক্কা পিলেটস ক্রয় করা হয়।
- উক্ত প্লান্টটি দীর্ঘদিন মেরামতের অপেক্ষায় রেখে পরবর্তীতে মেরামত অযোগ্য ঘোষণা করে প্লান্টটি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয়।
- প্লান্টটি মেরামত যোগ্য কিনা কিংবা প্লান্টটি আদৌ মেরামত করা যাবে কিনা তা বিশ্লেষণ না করেই ভান্ডারে ১২০০ কেজি মজুদ থাকা সত্ত্বেও এম আর আর নং ১৯০৭ তাং ১৫/২/৮৮ খ্রিঃ ও এম আর আর নং ১৯১৫ তাং ৬/৩/৮৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৪৮০০ কেজি ও ১০২৪০ কেজি নিক্কা পিলেটস ক্রয় করে ভান্ডারে মজুদ করে। অর্থাৎ মোট মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় (১২০০+৪৮০০+১০২৪০) = ১৬২৪০ কেজি।
- মালামাল ক্রয়ের পরে প্লান্টটি সম্পূর্ণ বন্ধ করায় অদ্যাবধি উক্ত নিক্কা পিলেটস ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রতি কেজি নিক্কা পিলেটেসের ক্রয় মূল্য ৩৪৩.৯৯ টাকা হিসাবে প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট (১৬২৪০ x ৩৪৩.৯৯) = ৫৫,৮৬,৩৯৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ**

- ইউরিয়া বাল্ক গোডাউনে নিক্কা পিলেটস ব্যবহারের সিস্টেমটি পরিবর্তন হওয়ার ফলে আলোচ্য পিলেটস গুলি ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি।

**নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ**

- মালামাল ক্রয়ের পূর্বে প্লান্টটি বন্ধ হয়ে যায়। প্লান্টে উক্ত সময়ে পর্যাপ্ত ইউরিয়া সার উৎপাদন হয়নি যা নথি পত্র হতে দেখা যায়। তাছাড়া উক্ত মালামাল ঝঁৎঢ়ষঁং ঘোষণা করা হয়েছে এবং টেন্ডার এর মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- উক্ত আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ২৪/৩/০৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া। জবাব না পাওয়ায় ২৫/৮/০৯ খ্রিঃ তারিখ সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ২৫/১০/০৯ খ্রিঃ তারিখে জানান যে, প্লান্টটি মেরামত করে চালু করা ব্যয় বহুল। তাছাড়া সরকার কর্তৃক উন্মুক্ত বাজারে সার বিক্রির ফলে গোডাউনে ইউরিয়া সার মজুদ রাখার প্রয়োজনীয়তা না থাকায় প্লান্টটি পুনরায় চালু করা যায়নি। প্লান্টটি মেরামতযোগ্য কিনা তা বিবেচনা না করে ভান্ডারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সার থাকা সত্ত্বেও নিক্কা প্লেট ক্রয় করায় জবাব বিবেচনাযোগ্য হয়নি।

**নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ**

- নিক্কা পিলেটস অব্যবহার্য্য থাকা এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া প্লান্ট এর জন্য মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

**অনুচ্ছেদ-১৭।**

**শিরোনাম ঃ পিপিআর-০৩ লংঘন করে টেন্ডার ব্যতীত বাজার দর অপেক্ষা বেশী দরে ডব্লিউপিপি ব্যাগ ক্রয় করাতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি ৩৯,৩৪,৭০০ টাকা।**

বিবরণ ঃ

ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ ঘোড়াশাল এর ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ১৪-১১-০৮ খ্রিঃ হতে ৩১-১২-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায়

- প্রেস টেন্ডার ছাড়াই ২,০৮,১৪,৪০৯ টাকার ডব্লিউপিপি ব্যাগ ক্রয়ের মাধ্যমে পিপিআর-২০০৩ এর রুল নং-২০(১) লংঘন করে প্রতিষ্ঠানের ৩৯,৩৪,৭০০/- টাকা ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট “ত” পৃষ্ঠা- ১৬৫ এ দেখানো হলো)।
- পিপিআর-২০০৩ এর রুল ২০(১) এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, “যে পর্যন্ত চুক্তির প্রাক্কলিত মূল্য পরিশিষ্ট এ‘ তে বর্ণিত পরিমাণ (দুই লক্ষ টাকা) অতিক্রম না করে সে পর্যন্ত তাৎক্ষণিকভাবে প্রাপ্য মান সম্পন্ন পণ্য ও সেবা কোটেশনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যাবে”। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত মূল্য দুই লক্ষ টাকার বেশী হলেও টেন্ডার না করে কোটেশনে পণ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
- একই প্রকার ব্যাগ একই অর্থ বছরের (২০০৭-০৮) জন্য প্রেস টেন্ডার করা হলে দর পাওয়া যায় প্রতিটি ব্যাগ ৩০.৬৯ টাকা যার ক্রয়াদেশ নং-১.২৮৩০/২০০৭-০৮/ সিটি-১৭৫৩(এল)৭৪৪ তারিখ ২৪-২-০৮ খ্রিঃ। কিন্তু টেন্ডার ছাড়াই একই ব্যাগ ক্রয় করা হয়েছে ৩৭.৮৪ টাকায়।
- প্রকৃত বাজার দর অপেক্ষা টেন্ডার ছাড়া বেশী দরে ক্রয় করায় প্রতিষ্ঠানের ৩৯,৩৪,৭০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে ।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ**

- আলোচ্য ক্রয় কার্যক্রম বিসিআইসি, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক টেন্ডার করে করা হয়েছে।

**নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ**

- টেন্ডার এর সমর্থনে কোন প্রকার প্রমাণক নেই। তাছাড়া বাজার দর অপেক্ষা বেশী দরে মালামাল ক্রয়ে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- উক্ত আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৮/০২/০৯ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়া ২৫/০৩/০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২/১১/০৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ**

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দোষী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ-১৮।**

**শিরোনাম ঃ সার গুদামজাতকরণের জন্য স্থান সংকুলানের ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে বরিশাল বাফার গুদামে ইউরিয়া সার প্রেরণ করায় পরিবহন ব্যয় বাবদ ক্ষতি ৮,১৭,০৩০/- টাকা।**

**বিবরণ ঃ**

জিয়া ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ বি-বাড়ীয়া এর ২০০৬-০৮ অর্থ বছরের হিসাব ১৯-৪-০৯ খ্রিঃ হতে ৩০-৬-০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে নিয়ন্ত্রণাধীন বাফার গুদামে সার মজুদ সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- সার গুদামজাতকরণের জন্য বরিশাল বাফার গুদামে ইউরিয়া সার প্রেরণ করা হয়। কিন্তু উক্ত বাফার গুদামে স্থান সংকুলান না হওয়ায় প্রেরিত সার টেপাখোলা ও শিরোমনি বাফার গুদামে প্রেরণ করায় পরিবহন ব্যয় বাবদ প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৮১৭০৩০/- টাকা।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "থ" পৃষ্ঠা- ১৬৬ এ দেখানো হলো)।
- আশুগঞ্জ কারখানা গুদাম হতে বরিশাল বাফার গুদামে ১০৫০ মেঃটন বস্তাবন্দি ইউরিয়া সার প্রতি মেঃ টন ৭৭৪.৬০ টাকা হারে পরিবহনের জন্য ঠিকাদার মেসার্স খান ফার্টিলাইজার, লালমনিরহাটকে ২১-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে কার্যাদেশ দেয়া হয়।
- কার্যাদেশ মোতাবেক ঠিকাদার এমভি গোলা-১ জাহাজযোগে ৫৫০.০ মেঃ টন এবং এমভি জু-গার্ডেন জাহাজ যোগে ৫০০ মেঃ টন সার বরিশাল বাফার গুদামে স্থানান্তরকালে গুদামে স্থান সংকুলান না হওয়ায় পুনরায় ২৩-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে বরিশাল হতে চালান নং-৪০৫৩৯৪ ও ৪০৫৩৯৫ এর মাধ্যমে ৫৫০ মেঃ টন টেপাখোলা, ফরিদপুর বাফার গুদামে এবং ৫০০ শিরোমনি বাফার গুদামে স্থানান্তর করা হয়।
- প্রতিষ্ঠানের আশুগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া গুদাম থেকে প্রথম দফায় ১০৫০ মেঃ টন সার বরিশাল বাফার গুদামে স্থানান্তরের জন্য পরিবহন ব্যয় বাবদ (১০৫০×৭৭৪.৬০)=৮,১৩,৩৩০.০০ টাকা এবং দ্বিতীয় দফায় বরিশাল হতে টেপাখোলা ও শিরোমনি বাফার গুদামে স্থানান্তরের জন্য (৫৫০×৫৭৫)=৩,১৬,২৫০ এবং (৫০০.০০×৫০০.০০)= ২,৫০,০০০ টাকা সাকুল্যে ৫,৬৬,২৫০ টাকা পরিশোধ করা হয়। উক্ত ১০৫০ মেঃ টন ইউরিয়া সার আশুগঞ্জ হতে টেপাখোলা ও শিরোমনি ভায়া বরিশাল পরিবহনের জন্য সর্বমোট ব্যয় করা হয়েছে (৮,১৩,৩৩০+৫,৬৬,২৫০)= ১৩,৭৯,৫৮০ টাকা।
- বরিশাল বাফার গুদামে সার পৌছানোর পর কর্তৃপক্ষ অবগত হন যে, উক্ত গুদামে প্রেরিত সার মজুদ করার মত স্থান নেই যা কর্তৃপক্ষের সার প্রেরণের পূর্বেই অবগত হওয়া উচিৎ ছিল। ফলে স্থান সংকুলানের অভাবে প্রেরিত ১০৫০ মেঃ টন সার টেপাখোলা বাফার গুদামে ৫৫০ মেঃ টন এবং শিরোমনি বাফার গুদামে ৫০০ মেঃ টন স্থানান্তর করা হয়।
- অন্যদিকে ২০-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখের ২৪৫ নং কার্যাদেশ হতে দেখা যায় যে, আশুগঞ্জ হতে টেপাখোলা ও শিরোমনি প্রতি মেঃ টন ইউরিয়া সার সরাসরি পরিবহন ব্যয় যথাক্রমে ৫৭১ এবং ৪৯৭ টাকা।
- বর্ণিত ইউরিয়া সার টেপাখোলা ও শিরোমনি বাফার গুদামে সরাসরি প্রেরণ করা হলে ব্যয় হতো যথাক্রমে (৫৫০.০০×৫৭১.০০)=৩,১৪,০৫০ ও (৫০০.০০×৪৯৭.০০)=২,৪৮,৫০০/- সাকুল্যে ৫,৬২,৫৫০/- টাকা। কিন্তু ভায়া বরিশাল উক্ত সার প্রেরণ করায় প্রতিষ্ঠানের ১৩,৭৯,৫৮০-৫৬২,৫৫০=৮,১৭,০৩০/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ**

- বরিশাল থেকে শিরোমনি এবং টেপাখোলা বাফার গুদামে সার প্রেরণের বিষয়ে কোন কর্মকর্তা দায়ী নয়।

**নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ**

- উক্ত আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ১৭-৮-০৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২১-১০-০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ০২/১১/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে প্রাপ্ত জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, স্থান সংকটের কারণে আনলোড করা সম্ভব না হওয়ায় এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকায় বরিশাল হতে শিরোমনি এবং টেপাখোলায় সার প্রেরণ করা হয়েছে। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ২২/১১/০৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হয়।

**নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ**

- দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে টাকা আদায় করা আবশ্যক।

এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।